২য় বর্ষ,১ম সংখ্যা,প্রকাশকাল:জুলাই-আগষ্ট-২০২৪

# ভার্ক পরিক্রমা

## বন্যার্তদের পাশে ভার্ক।

গত ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে আকস্মিক বন্যায় দেশের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার অনেকগুলো উপজেলা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়। পানিবন্দী হয়ে পড়ে লক্ষাধিক মানুষ। উপায়ন্তর না পেয়ে বন্যা কবলিতরা উঠেন বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে। কেউবা আবার ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যান আত্নীয়-স্বজনের বাসায়। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)। ভার্ক সংস্থাটি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪টি এরিয়ার (ফেনী, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম ও লক্ষীপুর) ২০টি শাখার ৪,৯০০ জন প্রান্তিক মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত প্রতিটি প্যাকেটে ছিলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, ওরস্যালাইন, বিস্কুট, চিড়া, চিনি, লবণ, মমবাতি ও দেয়াশ লাই। ভার্ক-এর এই ত্রাণ সামগ্রী ফেনী এরিয়ার ১,৭৩০ জন, লাকসাম এরিয়ায় ১,০০০ জন, চৌদ্দগ্রাম এরিয়ায় ১,২৫০ জন ও লক্ষীপুর এরিয়ার ৯২০ জনকে বিতরণ করা হয়।

ভার্ক-এর ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে লক্ষীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা মনি আক্তার বলেন, বন্যার পানিতে আমার অনেক ক্ষতি হইয়া গেছে। ঘরের মধ্যে পানি আছে। কয়দিন চিরা মুড়ি খাইয়া কাটাইছি। ভার্ক অনেক কিছু দিছে। ভার্কের এসব জিনিসপত্র দিয়ে কয়টা দিন ভালোই চলতে পারমু।একইসুর চৌদ্দগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা রাবেয়া আক্তারের কণ্ঠে তিনি বলেন, ভার্ক এনজিও বিপদে আমাদের পাশে দাড়াইছে। অনেক ভালো ভালো দরকারি জিনিস আমাদের দিছে, যা অন্য কোথাও থেকে এখনো পাই নাই।আর ফেনী এরিয়ার রিনা রানী বলেন, ভার্ক আমাদের সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর রেখেছে। বন্যায় আমরা কিভাবে আছি কি করছি তার আপডেট রেখেছে। এখন অনেকগুলো ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছে যা পেয়ে আমরা খুব খুশি।লাকসাম এরিয়ার সুমন মিয়া বলেন, ভার্কের সকল কাজ ভালো লাগে। বর্তমানে এই বন্যা পরিস্থিতিতে ভার্ক ত্রাণ দিছে। আর ত্রাণগুলোর মান ভালো। আমরা ভার্ককে সব সময়ে পাশে চাই। ভার্ক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সাথে তাদের জীবন ও জীবিকার অবস্থার উন্নতি ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কাজ করে। ভার্ক স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলির সাথে মানুষের উন্নয়নের জন্য সমন্বয় সাধন করে কাজ করে থাকে।

## সাম্প্রতিক বন্যা দুর্গত অসহায় মানুষের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দুর্দশা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ১৩টি জেলা কবলিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। তাদেরই একজন কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার বাতুপাড়া গ্রামের বাসিন্দা কুলসুম বেগম। তার থাকার ঘর, গোয়াল ঘর এবং রান্না ঘরে ৩ ফুট পর্যন্ত পানি আটকে থাকে ৪ দিন পর্যন্ত । এতে কুলসুম বেগমের লেপ, কাঁথা-বালিশ, ফ্রিজ ইত্যাদি বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া তার নতুন আবাদকৃত শশা খেত বন্যার পানিতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, যা তিনি ভার্ক থেকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে আবাদ করেছিলেন। বন্যাকবলিত হওয়ার ৪দিন পর তার বাড়ি এবং শশা ক্ষেত থেকে পানি নেমে গেলেও উপার্জনের একমাত্র উৎস শশা ক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হন। কুলসুম বেগমের বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য ভার্ক থেকে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আর এসব ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে কুলসুম বেগম বলেন, ভার্ক থেকে যেসব প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছি তা দিয়ে ৫ থেকে ১০ দিন ভালোভাবে চলতে পারবো। এছাড়াও আমি ভার্কে এককালীন ঋণের আবেদন জানিয়েছি, এককালীন ঋণ পেলে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারবো বলে প্রত্যাশা করছি।

## ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের Growth & Productivity Analysis of VERCঃ Facts & Learning শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপনা।

গত ১৬ই জুলাই ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ হাসান খালেদ ভার্ক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এর "Growth & Productivity Analysis of VERC: Facts & Learning"এর উপর একটি উপস্থাপনা করেন। উক্ত সভায় ভার্ক এর নির্বাহী পরিচালক,জনাব মোঃ ইয়াকুব হোসেন,উপস্থিত ছিলেন।আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাসুদ হাসান,উপ-নির্বাহী পরিচালক ,জনাব রনদা প্রসাদ সাহা ,পরিচালক,মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশন ,জনাব মুস্তাফিজুর রশিদ মৃধা ,পরিচালক ,মানব সম্পদ ও প্রশাসন সেকশন ও জনাব মোঃ মাসুদ রায়হান ,পরিচালক ,অর্থ সেকশন।সভায় ভার্ক এর ঋণ কার্যক্রম এর পচিশটি এলাকার সহকারী পরিচালক,প্রধান কার্যালয় থেকে মনিটরিং কর্মকর্তাবৃন্দ,অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দও অংশগ্রহন করেন ।

## মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশনের অনলাইনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সহকারী পরিচালকদের সাথে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষন মডিউল এর উপর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত।

গত ১৩ আগষ্ট, ২০২৪ ভার্কের হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হয় মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশনে অনলাইনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সহকারী পরিচালকদের সাথে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষন (জলবায়ু পরিবর্তন খাপ খাওয়ানো, চাপ ব্যবস্থাপনা এবং জীবন ও জীবিকায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা) মডিউল এর উপর ওরিয়েন্টেশন। উক্ত ২.৩০ ঘন্টা ব্যাপী ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহনকারী হিসাবে ছিলেন মোট ২৪ জন মাঠ পর্যায়ে সহকারী পরিচালক। এই ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে ভার্ক পরিচিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারন, প্রভাব ও মোকাবেলায় করণীয়, চাপ ব্যবস্থাপনা, এর ফলে কর্মক্ষমতায় কি প্রভাব পড়ে এবং জীবন ও জীবিকায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি, কমিটি গঠন প্রক্রিয়া এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য, সঞ্চয়ের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীগণ বিস্তারিতভাবে ধারণা পান এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।ওরিয়েন্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-পরিচালক (ইনচার্জ), ক্যাপাসিটি এনহ্যান্সমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সেকশন, ভার্ক।

এছাড়া প্রশিক্ষণের সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জামাল হোসেন কুলীন ও রূপা সাহা,সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষক),ক্যাপাসিটি এনহ্যান্সমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সেকশন, ভার্ক।

## ভার্ক-এর শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা,নেতৃত্ব বিকাশ,মনিটরিং ও উপস্থাপন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত।

গত ১৮-২২ আগস্ট, ২০২৪ইং তারিখ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশনের শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব বিকাশ, মনিটরিং ও উপস্থাপন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সেশন এ আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ মাসুদ হাসান, উপ নির্বাহী পরিচালক , জনাব রণদা প্রসাদ সাহা, পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স, জনাব মোঃ মাসুদ রায়হান, পরিচালক, অর্থ এবং জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-পরিচালক এন্ড ইনচার্জ, ক্যাপাসিটি এনহ্যান্সমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সেকশন।প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো ভার্ক ও ভার্কের পলিসি, টীম বিল্ডিং কি, এর প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব, নেতা ও নেতৃত্ব, দক্ষতা ও গুণাবলী ও নেতৃত্বের বাঁধা এবং তা অতিক্রম করার উপায়, দ্বন্দ্বের কারণ, দ্বন্দ্ব মূলক পরিস্থিতি সনাক্ত ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের বিভিন্ন কৌশল, উপস্থাপনা ও কথা বলার কৌশল, মনিটরিং, মূল্যায়ন ও সুপারভিশন এর পার্থক্য, কেন মনিটরিং, মূল্যায়ন ও সুপারভিশন করা হয়, Manpower and Fund Utilization, এনআই এ্যাক্ট, চেক সংরক্ষণ পদ্ধতি, চুক্তিপত্র লেখার নিয়ম ও ভাতাভোগী চেক চেনার উপায়, বকেয়ার কারণ, ঋণের বকেয়া প্রতিরোধের কৌশল, ঋণ আদায়ের কৌশল, বকেয়া ঋণের ব্যয় (Cost of Delinquency), বকেয়ার প্রভাব বিশ্লেষণ।

**প্রকাশনায়: ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)**
**বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা -১৩৪০। ফোন: ০১৭১১৬৪৭৩০৩**
**ই-মেইল - info@vercbd.org, verc@bangla.net**